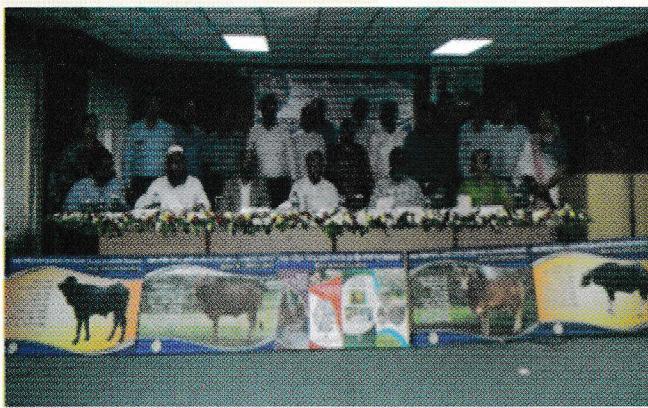




বিএলআরআই এ “প্রযুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠান”

উভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, মেধাবী জাতি গড়তে হলে প্রাণিজ আমিষের বিকল্প নেই আর এ জন্য গবেষণা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। জাতীয় প্রয়োজনে নব নব প্রযুক্তি উভাবন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। গত ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত “প্রযুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠান” এ প্রধান অতিথির ভাষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্ৰ চন্দ, এমপি, এ কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি ও প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল, এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে। হস্তান্তরিত এই প্রযুক্তিগুলো গুরুত্বের সাথে সম্প্রসারণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। বিশেষ করে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য এইচআই এন্টিজেন প্রযুক্তিটি দেশীয় ভাবে উৎপাদনের ফলে আমদানী নির্ভরতা করবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে বলে মন্ত্রী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, ঢাকা-১৯ ও জনাব মোঃ রহিছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ আইনুল হক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেন, দেশের প্রাণিসম্পদ

উন্নয়নে বিশেষ করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে বিএলআরআই এর স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, মোঃ রহিছউল আলম মন্ডল বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রাণিজ আমিষের এখনো ঘাটতি রয়েছে। বিজ্ঞানীর স্বল্পতা নিয়ে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তঃইনসিটিউট গবেষণা কার্যক্রমের সমৰ্থয় থাকা একান্ত জরুরী। ডাঃ মোঃ আইনুল হক বলেন, বিএলআরআই কর্তৃক ৪টি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



সভাপতির ভাষণে ড. নাথু রাম সরকার বলেন, বিএলআরআই কর্তৃক হস্তান্তরিত চারটি প্রযুক্তি যেমন, ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে শুক মৌসুমে প্রাণির উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। স্বর্ণ লেয়ার ষ্টেইন, প্যারেট ষ্টক আমদানীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা সাশ্রয়ী হবে, উন্নয়নকৃত দেশী মুরগীর জাত সমূহ মানুষের দেশী মুরগীর ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে এবং মুরগীর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য বিদেশ থেকে এন্টিজেন আমদানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা সাশ্রয় করবে। তিনি আরো বলেন, স্বল্প জায়গায় অধিক নিরাপদ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা নিরূপণ করে নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনসিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণকর্মীসহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।



“এমসিটিসি”-বিএলআরআই উভাবিত দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত

বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের বুকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার প্রথম দিকে। অন্যান্য প্রাণীকুলের তুলনায় পোকি প্রজাতি পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অন্যদিকে দেশে মুরগির মাংসের অর্ধেকের বেশি আসে বাণিজ্যিক খয়লার থেকে যার পুরোটাই আমদানি নির্ভর। কিন্তু বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পোকি শিল্পের উপর দৃশ্যমান হওয়ায় এর নেতৃত্বাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উভাবন করা জরুরী। সেই বিবেচনায়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট (বিএলআরআই) সম্প্রতি দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত “মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)” উভাবন করেছে।



উভাবিত মাংসল জাতের এ মুরগিগুলো একদিন বয়সে হালকা হলুদ থেকে হলুদাভ, কালো ও ধূসর রংয়ের পালক দেখা যায়, যা পরবর্তীতে দেশি মুরগির ন্যায় মিশ্র বর্ণের হয়ে থাকে। গবেষণা খামার ও মাঠ পর্যায়ের প্রাণ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আট সপ্তাহে এমসিটিসি মুরগির গড় দৈহিক ওজন ৯০০-১০০০ গ্রাম, মোট খাদ্য গ্রহণ ২২০০-২৪০০ গ্রাম/মুরগি ও গড় খাদ্য রূপান্তর হার ২.২০-২.৪০ এবং গড় মৃত্যুহার ১ থেকে ১.৫%। এছাড়া, ১০০০ টি এমসিটিসি জাতের মুরগির এক ব্যাচ লালন-পালন করে বাজার মূল্যভেদে ৪৫-৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়। এ জাতের ১০০০ টি মুরগি পালনের জন্য উত্তর-দক্ষিণযুক্তি করে ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্তের দোচালা ঘর নির্মান করতে হবে। রোগ বালাই হতে নিরাপত্তার লক্ষ্যে বয়সভেদে রানীক্ষেত্র ও গামবুরো রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। এমসিটিসি জাতের মুরগিগুলো মাংসের স্বাদ ও পালকের রং দেশি মুরগির ন্যায় মিশ্র বর্ণের হওয়ায় খামারীগণ এর বাজার মূল্যও বাজারে প্রচলিত সোনালী বা অন্যান্য ককরেল মুরগির তুলনায় বেশি পাবেন বলে আশা করা যায়। নতুন উভাবিত মাংসল জাতের এমসিটিসি মুরগি খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে করতে পারলে একদিকে যেমন স্বল্পমূল্যে প্রাক্তিক খামারীগণ অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে তেমনি আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই হাস পাবে।

বিএলআরআই এ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের চলমান মধ্যমেয়াদী গবেষণা প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন



গত ১২ এপ্রিল/২০১৮ খ্রি: তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট এর সভাপতিত্বে অত্র ইনসিটিউটের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের চলমান মধ্যমেয়াদী গবেষণা প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ টিমের সভা বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ০৫ টি ডিসিপ্লিন (1.Bio-technology Discipline, 2.Livestock & poultry diseases, 3.Nutrition, feeds & feeding management, 4.Genetics and animal breeding, 5.Socio-Economic and farming system research) এ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিশেষজ্ঞ টিমের উপস্থিতিতে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভা শেষে বিশেষজ্ঞ টিম কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ স্বাক্ষরিত



গত ১১/০৬/২০১৭ খ্রি: তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিএলআরআই এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ইনসিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত সচিব জনাব মোঃ রফিউল আলম মডল।

“ইনসেপশন ওয়ার্কশপ” অনুষ্ঠিত



গত ০৬/০৬/২০১৮খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট, সাভার, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর “ইনসেপশন ওয়ার্কশপ” অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইনসেপশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রইচ্ছেল আলম মন্ডল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গবেষণা কাজে সমন্বয়হীনতা কোন ভাল ফল নিয়ে আসে না। যে কোন গবেষণা কাজে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে কাজটি সম্পন্ন করলে, তা থেকে প্রাপ্ত ফল দেশ ও জাতীয় কল্যানে কাজে আসবে। দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে ইনসিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ আইনুল হক। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইঁ এর যুগ্ম-প্রধান মোঃ লিয়াকত আলী। সচিব মহোদয় আরও বলেন, যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়গুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় শুধু প্রকল্প গ্রহণ করে সময় এবং অর্থ নষ্ট করার অবস্থানে নেই। প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফল দেশ ও জাতীয় কল্যানে কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে মহাপরিচালক বলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর সাথে অত্যন্ত নীবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিএলআরআই কর্তৃক উদ্বাবিত প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে।

আগামীতে এ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম-প্রধান বলেন দেশের মানুষের প্রয়োজনে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফ্রেন্টে প্রকল্প অর্থ বরাদ্দ এখন আর কোন সংকট নয়। ভাল কাজের জন্য সরকারের অর্থ বরাদ্দ করতে কোন বাধা নেই। সভাপতির ভাষণে ড. নাথু রাম সরকার বলেন সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনা সম্ম এবং প্রাণিসম্পদ বক্তব্যে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছে। যে কোন ধরণের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ইনসেপশন করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। আগামী দিনের প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশের মানুষের পুষ্টির কথা বিবেচনা করেই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিসম্পদ গবেষণা বিভাগ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মোঃ আজহারুল আমিন অতিরিক্ত পরিচালক। ওয়ার্কশপে ইনসেপশন পেপার উপস্থাপন করেন রেড চিটাগাং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও বিএলআরআই এর প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক গত ১৫-১৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি: ‘‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনসিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তোফিকুল আরিফ, যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, অতিরিক্ত পরিচালক (সাঃসাঃ), বিএলআরআই এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাথু রাম সরকার মহাপরিচালক, বিএলআরআই। সহযোগিতায় ছিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

The Rozal Institute of International Affairs

এর কনসালট্যান্ট এর বিএলআরআই মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ



গত ২০ জুন, ২০১৮ খ্রি: তারিখ চাথাম হাউস (The Rozal Institute of International Affairs) এর একজন কনসালট্যান্ট বিএলআরআই এর মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি ইনসিটিউটের প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিনকে "zoonotic disease control policy at the human animal interface: poultry, pathogens, and people" এর উপর সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্যে একটি অনুরোধপত্র মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করেন।

বিএলআরআই ও আঞ্চলিক কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চূক্তি স্বাক্ষরিত



গত ১২/০৬/২০১৮ খ্রি: তারিখ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্র

নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান ও বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট, প্রধান কার্যালয়, সাভার, ঢাকা এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চূক্তি ২০১৮-২০১৯ স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ।



এনিম্যাল এন্ড ফিসারিজ সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম



গত ১৭/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট এর সম্মেলন কক্ষে ইনসিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকারের সভাপতিত্বে ইনসিটিউটের সকল বিভাগীয় প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকদের উপস্থিতিতে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ এনিম্যাল এন্ড ফিসারিজ সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য অধ্যাপক পুর্ণেন্দু বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইনসিটিউট এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশ্ব দুর্ঘ দিবসের আলোচনায় বিএলআরআই মহাপরিচালক



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "দুর্ঘ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্যকে' সামনে নিয়ে "বিশ্ব দুর্ঘ দিবস ২০১৮" পালিত। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক জনাব ড. নাথু রাম সরকার।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর আন্তঃবিভাগীয় কর্মশালা



গত ০৪ জুন, ২০১৮খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রস্তাবিত নতুন ০৩ টি প্রকল্প (১) হাওর অঞ্চলে বিদ্যমান হাঁসের কৌলিক মান ও পালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, (২) টেকসই প্রাণিসম্পদ পালনে সমন্বিত প্রাণিজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ও (৩) পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান গয়ালের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প এর ডিপিপির বিষয়বস্তুর উপর একটি আন্তঃবিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনসিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও এর দ্রুয় পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২১/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে ০৩ দিনব্যাপী "Preparation of Development Project Proposal (DPP) & Procurement Plan" শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মাননীয় যুগ্ম সচিব (অডিট), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ আজহারুল আমিন, অতিরিক্ত পরিচালক, বিএলআরআই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনসিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়।

গাভির ওলানফোলা রোগ নির্ণয়ে কিট উত্তোলন

গাভির ম্যাস্টাইটিস বা ওলানফোলা রোগ দুর্ঘ খামারিদের সব সময় বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। কারণ রোগটি গাভির ওলান নষ্ট করে দেয়। এতে একজন খামারি বা কৃষক উপায় না দেখে তার লাখ টাকা মূল্যের গাভিটি পানির দরে মাংস বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয়। তবে স্পষ্টির খবর, এই রোগ নির্ণয়ে সফলতা অর্জন করেছেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউটের (বিএলআরআই) বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হুমায়ুন কবির। রোগটি নির্ণয়ে তিনি একটি কিট (প্রযুক্তি) উত্তোলন করেছেন, যা খুব সস্তায় পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, গাভির ওলানফোলা একটি অতি পরিচিত রোগ। এটি আর্থিক ক্ষতিসাধনকারী মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগে গাভির দুর্ঘ উৎপাদনক্ষমতা মারাত্মক হারে কমে যায়, প্রজননক্ষমতা ও বাচ্চা গর্ভধারণের হারও কমে। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসার অভাবে গাভির দুর্ঘ কমে যাওয়া ও স্বাস্থ্যহানির কারণে গাভি বিক্রি করে দিতে হয়। রোগটি জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতৃত্বাচক প্রভাব বিস্তার করে। শাহজাদপুরসহ বৃহত্তর পাবনা জেলার বাথান এলাকা দুর্ঘ শিল্পের রাজধানী হিসেবে খ্যাত। এ অঞ্চলে রোগটি তুলনামূলক বেশি হওয়ার এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় তিন বছর ধরে তিনি একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণালক্ষ ফল ও সফলতার অংশ হিসেবে একটি দ্রুত, সহজ, খামারিবাদী ও অর্থনৈতিকভাবে সাক্ষীয় ম্যাস্টাইটিস নির্ণয় কিট উত্তোলন করেছেন। এটি বিদেশ থেকে আমদানি করা ব্যয়বহুল ক্যালিফোর্নিয়া ম্যাস্টাইটিস টেস্ট (সিএমটি) কিটের মতোই সমান কার্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত খামারিরা নিজ খামারে বসে সহজেই নিয়মিত দুর্ঘ পরীক্ষা করে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই গাভিকে চিহ্নিত করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজাদ রহমান বলেন, 'একজন খামারি হিসেবে বলু প্রযুক্তিটি যথাযথ প্রয়োগে প্রাণিসম্পদ প্রতিপালন ও প্রাণিশাস্ত্র উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' শাহজাদপুরের সফল ও মডেল ডেইরি খামারি এবং মিল্ক ভিটার সাবেক চেয়ারম্যান হাসীব খান তরঙ্গ বলেন, 'দুর্ঘ শিল্পের বিকাশে এবং রোগটির (ওলানফোলা) কারণে স্ট্র আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এ পদ্ধতির বিকল্প নেই। তিনি তাঁর খামারে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন বলে জানান। শাহজাদপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. মো. আব্দুস সামাদ জানান, ওলানফোলা একটি মারাত্মক ও জটিল রোগ। এ অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ার কারণে রিপিড বিডিংয়ের (বারবার গা গরম হওয়া) সমস্যাও বেশি দেখা দেয়। তিনি বলেন, উত্তোলিত এ কিটটি প্রকৃতপক্ষে একটি লাগসই প্রযুক্তি, যা স্বল্প খরচে খামারিরা ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবহার করে উপকৃত হবে। এটি ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে। ডা. হুমায়ুন কবির বলেন, কিটটির চূড়ান্ত যাচাই-বাচাইয়ের কাজ থায় শেষ। জুন মাসের শেষ দিকে এটি বিএলআরআই হস্তান্তর করবে।



বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্ক (বিডিৱেন) এৰ সাথে বিএলআরআই এৰ মতবিনিময়



গত ২০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তাৰিখে বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্ক (বিডিৱেন) এৰ সাথে বিএলআরআই এৰ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইনসিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্ৰধান ও প্ৰকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্ৰীয় গো-প্ৰজনন ও দুৰ্ঘ খামারেৰ উপ-পরিচালক জনাব লুৎফুৰ রহমান খান সহ বিভিন্ন বিভাগেৰ কৰ্মকৰ্ত্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"এমসিটিসি (মাল্টি কালার টেবিল চিকেন)" এৰ উপৰ চলমান গবেষণা কাৰ্যক্ৰম সৱেজমিনে পৱিদৰ্শন



গত ১৬ মে, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ প্ৰাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট (বিএলআরআই)-এৰ মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার ইনসিটিউটেৰ পোল্ট্ৰি উৎপাদন গবেষণা বিভাগেৰ পোল্ট্ৰি গবেষণা খামারে বিএলআরআই কৰ্তৃক উভাবিত "এমসিটিসি (মাল্টি কালার টেবিল চিকেন)" এৰ উপৰ চলমান গবেষণা কাৰ্যক্ৰম সৱেজমিনে পৱিদৰ্শন করেন। সম্ভাৱনাময় রচিত ধৰনেৰ দেশী মুৱাগিৰ ন্যায় নতুন এ জাতিৰ চলমান গবেষণাৰ সাৰ্বিক বিষয়ে তিনি খোঁজ-খবৰ নেন এবং প্ৰয়োজনীয় দিক-নিৰ্দেশনা প্ৰদান করেন। পৱিদৰ্শনকালে ইনসিটিউটেৰ অতিৰিক্ত পৰিচালক মোঃ আজহারুল আমিন, প্ৰাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগেৰ উৰ্ধৰ্বতন বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্তা ড. বিপুল কুমাৰ রায় এবং বায়োটেকনোলজি গবেষণা বিভাগেৰ উৰ্ধৰ্বতন বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্তা ড. গোতম কুমাৰ দেব উপস্থিত ছিলেন। এমসিটিসি গবেষণা কৰ্মসূচীৰ প্ৰধান গবেষক ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, উৰ্ধৰ্বতন বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্তা এবং সহযোগী গবেষক মোঃ আতাউল গনি রাবুনী, বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্তা এসময় গবেষণা কাৰ্যক্ৰমেৰ সাৰ্বিক বিষয় পৱিদৰ্শনকাৰীদেৱ নিকট উপস্থাপন কৰেন।

বিএলআরআই এ পোল্ট্ৰি লিটাৰ বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনাৰ উপৰ পৱামৰ্শ সভা



গত ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় বিএলআরআই এৰ প্ৰশাসনিক ভবনেৰ সম্মেলন কক্ষে পোল্ট্ৰি লিটাৰ (বৰ্জ্য) ব্যবস্থাপনাৰ উপৰ এক পৱামৰ্শ সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰচলিত বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনাৰ জন্য বায়ু, পানি ও মাটি দূৰ্মিত হচ্ছে; জনস্বাস্থেৰ উপৰে নানা ধৰনেৰ হৃষকি তৈৰি কৰাচ্ছে। বায়ু, পানি ও মাটিকে এই দূৰ্গণ থেকে মুক্ত কৰতে উন্নত বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যে এই পৱামৰ্শ সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ পোল্ট্ৰি বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনাৰ উপৰ যুগোপযোগী গবেষণাৰ কাৰ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰতে বিএলআরআই বিজ্ঞানীদেৱ প্ৰতি আহৰণ জানান। গবেষণাৰ মাধ্যমে পোল্ট্ৰি বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনাৰ জন্য নতুন নতুন প্ৰযুক্তি উভাবন কৰে তা খামারী পৰ্যায়ে ছড়িয়ে দিতে এবং পৰিবেশেৰ উপৰ পোল্ট্ৰি বৰ্জ্যেৰ বিৱৰণ প্ৰভাৱেৰ বিষয়ে খামারীদেৱ মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ জন্য কাজ কৰতে বিশেষজ্ঞগণ সুপাৰিশ কৰেণ। সভায় সভাপতিত কৰেন ইনসিটিউটেৰ সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার।

বিএলআরআই এৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ নাইক্ষ্যংছড়িতে “পাহাড়ী এলাকায় লাভজনক খামার পৰিচালনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে ব্ৰয়লাৰ ও লেয়াৰ পালন ব্যবস্থাপনা” শীৰ্ষক প্ৰশিক্ষণ



বাংলাদেশ প্ৰাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দৱাবন কৰ্তৃক গত ০৭-০৮ মে, ২০১৮ খ্রিঃ তাৰিখে “পাহাড়ী এলাকায় লাভজনক খামার পৰিচালনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে ব্ৰয়লাৰ ও লেয়াৰ পালন ব্যবস্থাপনা” শীৰ্ষক দুই দিনব্যাপি প্ৰশিক্ষণ কোৰ্সেৰ আয়োজন কৰা হয়। কোৰ্সে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাৰ বিভিন্ন গ্ৰামেৰ মোট ৫০ জন আগ্ৰহী ব্ৰয়লাৰ ও লেয়াৰ পালনকাৰী খামারী অংশগ্ৰহণ কৰেন। আঞ্চলিক কেন্দ্ৰেৰ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ কোৰ্সেৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্ৰধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, উপজেলা

পৃষ্ঠা ৭-এ দেখুন

চেয়ারম্যান, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এসএম সরওয়ার কামাল, উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব তচলিম ইকবাল চৌধুরী, সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইনচার্জ ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশাদুল আলম। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম এর সপ্তগ্রাম উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে আরও উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ আনোয়ার হোসেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকগণ খামারীদের ব্রয়লার ও লেয়ার পালন খাদ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ সহ খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে খামারীদেরকে বিএলআরআই কর্তৃক উভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির পুস্তিকা, লিফলেট, বুকলেট ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আইএমইডি টিমের বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ির ভেড়ার খামার পরিদর্শন



বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত “সমাজ ভিত্তিক ও বানিজ্যিক খামারে দেশি ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প” এর আওতায় ভেড়া পালনকারী খামারীদের কার্যক্রম সরাজগ্রামে পরিদর্শনের লক্ষ্যে গত ১৩ মে, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আইএমইডি এর উপসচিব জনাব আফরোজা আক্তার মহোদয় বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি পরিদর্শন করেন। তিনি জারলিয়াছড়ি এবং আদর্শগ্রামে ভেড়ার খামার সরেজগ্রামে পরিদর্শন করেন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ভেড়ার কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এছাড়াও, তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইনচার্জ ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশাদুল আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামসহ কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ী অঞ্চলের খামারীদের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্ৰি পালনে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক



বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর উদ্যোগে গত ১৫ মে, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পাহাড়ী অঞ্চলের খামারীদের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্ৰি পালনে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নতুন চাকপাড়া গ্রামে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত উঠান বৈঠকে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইনচার্জ ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশাদুল আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ আনোয়ার হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামসহ কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ পাহাড়ী অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্ৰি পালনের গুরুত্ব, পালনের সমস্যা এবং কিভাবে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বাড়ানো যায় সেকল বিষয় নিয়ে খামারীদের সাথে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, বিএলআরআই থেকে কি ধরনের সেবা পাওয়া যায় তা সম্পর্কেও খামারীদেরকে অবহিত করেন।

বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়িতে “পাহাড়ী এলাকায় বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর উদ্যোগে গত ০৯-১০জুন, ২০১৮খ্রিঃ তারিখে পাহাড়ী অঞ্চলে খামারীদের “বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সে নাইক্ষ্যংছড়ি ও রামু

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫০ জন আঞ্চলীয় খামারী অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামালউদ্দিন, উপজেলা চেয়ারম্যান, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এসএম সরওয়ার কামাল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুকান্ত কুমার সেন, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশাদুল আলম। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম এর সংঘালনায় উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে আরো উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ আনোয়ার হোসেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকগণ খামারীদের ছাগল পালন খাদ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধসহ খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে খামারীদেরকে বিএলআরআই কর্তৃক উত্তীর্ণ বিভিন্ন প্রযুক্তির পুষ্টিকা, লিফলেট ও বুকলেটসহ প্রশিক্ষণ সামগ্ৰী বিতরণ করা হয়।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মচারীদের “অফিস ও গবেষণা খামার ব্যবস্থাপনা” শীৰ্ষক প্রশিক্ষণ



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান-এ গত ২৪-২৫ জুন, ২০১৮খ্রিঃ তারিখে “অফিস ও গবেষণা খামার ব্যবস্থাপনা” শীৰ্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, উপজেলা চেয়ারম্যান, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাদিয়া আফরিন কচি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুকান্ত কুমার সেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইনচার্জ ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশাদুল আলম।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে আরো উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ আনোয়ার হোসেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণ কর্মচারীদেরকে অফিস ও গবেষণা খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাব কৰ্তৃক ইফতার ও দোয়া মাহফিল



গত ০৪ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাব কৰ্তৃক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজ করা হয়। উক্ত মাহফিলে অত্র ইনসিটিউটের মহাপরিচালক, সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ ও সকল কর্মকর্তাগণ তাদের পরিবারবৰ্গ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশী ভেড়ার শেড এর নির্মান কাজ এর শুভ উদ্বোধন

গত ১৬ মে, ২০১৮ খ্রিঃ সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট এ গবেষণা-২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় বিদেশী ভেড়ার শেড এর নির্মান কাজ এর শুভ উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, ভিবিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



উপদেষ্টা
ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ শাহ আলম
মোঃ আল-মামুন

বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ই-মেইল : info@blri.gov.bd ওয়েব : www.blri.gov.bd, ফোন : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭০-২ ফ্যাক্স : ৮৮০২-২-৭৭৯১৬৭৫

ডিজাইন : জ্যোল, ০১৬২৫২৯০৭৮২, মুদ্রণেঃ রোসিতা ডিজিটাল প্রিন্টিং হাউজ, আর.এস. টাওয়ার, সাভার, ঢাকা।